আমার চ্যালেঞ্জ -১: প্রচলিত রোযা

ঘাবড়াবেন না, প্লিজ!

এটা এমন কোন চ্যালেঞ্জ নয় যেখানে বলা হচ্ছে, ''প্রমাণ করুন যে গড আছে/নেই''।

বরং এটা এমন একটি চ্যালেঞ্জ যেটা এ্যাব্সলিউটলি প্রমাণযোগ্য।

প্রচলিত রোযাঃ

ইসলাম ধর্মের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ, যেটা ফরয (mandetory)। এখানে **অবশ্যই** স্মরণ রাখতে হবে যে 'ফরয' স্তম্ভগুলো এসেছে কোরান থেকে। প্রচলিত রোযার নিয়ম অনুসারে, সূর্য্যদয়ের পূর্ব থেকে সূর্য্যাস্তের পর পর্যন্ত কোন কিছু না খেয়ে থাকা-ই হইল রোযা। পাসাপাসি কিছু প্রেয়ার রিচুয়ালও আছে। অর্থাৎ, প্রচলিত রোযার **মূল** উদ্দেশ্যটা হইল ভোররাত-থেকে-সন্ধ্যা পর্যন্ত না খেয়ে থাকা।

রোযার উপর ভার্সগুলো দেখে নিতে পারেনঃ 2.183-185, 196; 5.89, 95; 33.35; 66.5.

2.183: O ye who believe! Fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that ye may (learn) **self-restraint.**

ভার্স 2.183 থেকে এটা পরিস্কার যে **Fasting** বলতে Self-restraint (**আত্মসংযম**) বুঝানো হয়েছে। **একটি ভাল উপদেশ বাণী**। তবে কোনভাবেই ভোররাত-থেকে-সন্ধ্যা পর্যন্ত না খেয়ে থাকার কথা বলা হয়নি। হ্যাঁ, কেহ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে একটা নির্দিষ্ট সময় না খেয়ে থাকে সেটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার।

আমার চ্যালেঞ্জঃ

আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে প্রচলিত রোযার নিয়ম কোরানে লিখা নেই। কোরানের কোথায় লিখা আছে যে **ভোররাত-থেকে-সন্ধ্যা পর্যন্ত না-খেয়ে** রোযা করতে হবে (I do challenge that the traditional Fasting is NOT mentioned in Qur'an. Where in the Qur'an it is stated that one has to do Fasting from **Dawn-to-Dusk without eating** anything)?

আমার এই চ্যালেঞ্জ এ্যাব্সলিউটলি প্রমাণযোগ্য যদি সেটা কোরানে লিখা থাকে। কেহ যদি প্রমাণ করতে পারে যে সত্যি-সত্যিই এই নিয়ম কোরানে আছে সেক্ষেত্রে আমি এ্যাপোলজি চেয়ে চ্যালেঞ্জ প্রত্যাহার করে নেব। অন্যথায়, এ চ্যালেঞ্জ বলবৎ থাকবে!

আর যদি কোরানে সত্যি-সত্যিই এই নিয়ম লিখা **না** থাকে সেক্ষত্রে আমার আকুল আবেদনঃ আপনারা জনসম্মুখে সত্য স্বীকার করুন। গরীব দেশবাসীর সাথে আর প্রতারণা করবেন না। প্রতি বৎসর রোযার মৌসুমে প্রায় দু'মাস ধরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের যে আকাশ্চুম্বী দাম থাকে তার ধারে কাছেও হতভাগ্য গরীব মানুষগুলো যেতে পারে না। একদিকে যেমন মানুষ শুধুই **কচুশাক** খেয়ে রোযা করে; আরেকদিকে আবার রাজকীয় প্রাসাদে, রাজকীয় কার্পেটের উপর, রাজকীয় ডাইনিং টেবিলে, **রাজকীয় ইফতারী** সাজিয়ে নিয়ে বসে সেই কচুশাক খাওয়া হতভাগ্যদের জন্য আল্লার কাছে দু'হাত তুলে দোয়া করা হয়! এ এক বিভৎস সিনারিও! সেই 'সিনারিও' আবার পেপার-পত্রিকা-টিভি'তে দেখানো হয়।

প্রকাশ্যে এ এক অমানবিক বৈষম্য। আপনারা এ 'সিনারিও' আর কতদিন দেখতে চান? ধর্মব্যবসায়ীরা কস্মিনকালেও এ নিয়ে কিছু বলবে না, কারণ তারা প্যারাসাইটের মত রোযার পুরোমাস সহ বছরের বেশীরভাগ সময় অন্যের উপর নির্ভর করে চলে। ইভিল পলিটিশিয়ানরাও এ নিয়ে কোন উচ্চ-বাচ্য করবে না কারণ জনগণের লুট-পাট করা পয়সায় তাদের দিন যায়। দোহায় লাগে! সচেতন মহল এগিয়ে আসুন, ধার্মিকেরা আলাদাভাবে এগিয়ে আসুন, আপনারা অন্ততঃ জেনে শুনে নিজেদের সাথে আর প্রতারণা করবেন না। নিজেদের আগে নিস্কলঙ্ক করুন এবং সেই সাথে গরীব দেশবাসীর উপর প্রকাশ্যে এই অনৈতিক বৈষম্যের বিরূধ্যে সোচ্চার হোন। যারা বিদেশে থাকেন তারা হয়ত মনে করছেন ভালয় তো আছেন! কিন্তু জাতির বিবেকের কাছে আপনাদের একদিন জবাবদিহি করতেই হবে **সত্য গোপন করার জন্য**। দেশবাসী আপনাদের চেনে।

মার্টিন লুথার কিং-এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আমরাও বলিঃ Now is the time to think about it; Now is the time to distinguish all the evils; Now is the time to uproot all the evils; Now is the time to dump all the unrealistic traditional rituals in the Bay of Bengal, that are harmful, for the sake of our poor society; Now is the time; Now is the time; ...

বি.দ্র.ঃ কোরানে যদি প্রচলিত রোযার নিয়ম থেকেই থাকে সেক্ষেত্রেও আপনারা গ্রেটার স্বার্থে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবুন।

ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com